ব্যাপ্তি লক্ষণের ব্যাখ্যা ও ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়

হেতুজ্ঞান, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞানকে ভিত্তি করে যে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাকে অনুমা বা অনুমিতি বলে। অন্নংভট্ট অনুমিতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ‘পরামর্শজন্যংজ্ঞানং অনুমিতি’ - অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে অনুমিতি বলে। আবার পরামর্শের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ’ - অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে পরামর্শ বলে।

এখন ব্যাপ্তির লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট বলেন, ‘যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ’ অর্থাৎ যেখানে ধূম সেখানে আগুন - এই সাহচর্যের নিয়মকে ব্যাপ্তি বলে। এক্ষেত্রে অন্নংভট্ট ‘যত্র ধূম তত্র অগ্নিঃ’ - এই অংশের দ্বারা ব্যাপ্তির অভিনয় বা আকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আর ‘সাহচর্য্যনিয়মঃ’ - এটিই ব্যাপ্তির লক্ষণ। সহচর বলতে বোঝায় যে দুটি পদার্থ একসঙ্গে থাকে অর্থাৎ এক অধিকরণে থাকে, সেই দুটি পদার্থকে সহচর বলে। সহচর, সমানাধিকরণ ও একাধিকরণবৃত্তি সমার্থক শব্দ। নিয়ম শব্দের দ্বারা নিয়মিত সামানাধিকরণ্য বোঝানো হয়েছে। যে সামানাধিকরণ্য অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ যার কোন ব্যতিক্রম হয় না, সেই সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

অন্নংভট্ট দীপিকাতে ব্যাপ্তির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যম্’ অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না এমন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই (হেতুতে থাকাই) হল ব্যাপ্তি। বিষয়টিকে আমরা আরো সহজভাবে বলতে পারি, যে অধিকরণে বা স্থানে যে পদার্থের অত্যন্তাভাব থাকে, সেই অধিকরণে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী (অর্থাৎ সেই পদার্থটি, কেননা অভাবের প্রতিযোগী হল, যার অভাব সেই পদার্থটি) কখনই বর্তমান থাকে না, কারণ অভাব যা এখানে অত্যন্তাভাব ও তার প্রতিযোগীর একত্রে অবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু যে অধিকরণে হেতু থাকে, সেই অধিকরণে সাধ্যের উপস্থিতি থাকে, সাধ্যের অত্যন্তাভাব থাকে না। হেতুর অধিকরণে সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নয়, কারণ অভাব ও তার প্রতিযোগী একসাথে অবস্থান করে না। হেতুর অধিকরণে সাধ্য হল অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। হেতুর অধিকরণে সাধ্যের অভাব আছে এমনটা বলা চলে না। পরন্তু এমন কথা বলতে হয় যে, হেতুর অধিকরণে সাধ্য অবশ্যই আছে।

এক্ষণে আমরা অন্নংভট্ট প্রদত্ত উপরোক্ত লক্ষণটির বিচার করে দেখব কোন দোষ আছে কিনা। লক্ষণটি যদি সৎ হেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং কোন অসৎ হেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে বলা যায় লক্ষণটি নির্দোষ। প্রসিদ্ধ একটি সৎ হেতুক অনুমিতি হল ঃ 'পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ' - এই অনুমিতির পক্ষ = পর্বত, সাধ্য = বহ্নিত্ব ও হেতু = ধূমত্ব। ব্যাপ্তির লক্ষণটি ছিল হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না এমন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হেতুতে থাকাই হল ব্যাপ্তি। এখন ব্যাপ্তির এই লক্ষণটি উক্ত অনুমিতির স্থলে প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। এই অনুমিতির -

হেতু = ধূম।
হেতুর অধিকরণ = ধূমের অধিকরণ, যেমন মহানস, গোষ্ঠ, চত্তর ইত্যাদি। কারণ এই সব স্থলে ধূম থাকে।
হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব = মহানস, গোষ্ঠ ইত্যাদি স্থলে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব। যেমন ঘটের অত্যন্তাভাব, পটের অত্যন্তাভাব ইত্যাদি।
ঐ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী = ঘট, পট প্রভৃতি। (কারণ যার অভাব, তাই সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়)।
অতএব সাধ্য বহ্নি ঐ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হল। (কারণ মহানসে আর যার অভাব থাক বহ্নির কখনো অভাব থাকে না)।
এরূপ সাধ্যের(বহ্নির) সামানাধিকরণ্য হেতু ধূমে আছে। সুতরাং এই সৎহেতুক অনুমিতিস্থলে লক্ষণ সমন্বয় হল।

এবার একটি অসৎ হেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে লক্ষণটি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। অসৎ হেতুক অনুমিতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল - পর্বতঃ ধূমবান বহ্নেঃ। এই অনুমিতির -

হেতু = বহ্নি

হেতুর অধিকরণ = বহ্নির অধিকরণ। উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড(অয়োগোলক), মহানস ইত্যাদি। কারণ এসব স্থানে বহ্নি থাকে।

হেতুর অধিকরণে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব = উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে থাকে এমন যে অত্যন্তাভাব। যেমন ধূমের অত্যন্তাভাব। কারণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে কখনো ধূম থাকে না।

এই অভাবের প্রতিযোগী = ধূম।

সুতরাং সাধ্য ধূম ঐ অভাবের অপ্রতিযোগী না হয়ে প্রতিযোগী হয়ে গেল। সাধ্য ধূম অপ্রতিযোগী হলে তবে লক্ষণ সমন্বয় হত। ফলে অসৎহেতুক অনুমিতি স্থলে লক্ষণ প্রযোজ্য না হওয়ায় লক্ষণের কোন অতিব্যাপ্তি দোষ হল না। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপ্তির লক্ষণটি যথাযথ।

অপর এক নব্য নৈয়ায়িক ভাষাপরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ ব্যাপ্তির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'ব্যাপ্তি সাধ্যবদন্যস্মিন অসম্বন্ধ উদাহৃত' - অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর অসম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে। সাধ্যের (বহ্নির) অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদিতে হেতু (ধূম) না থাকায় জলহ্রদাদি নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমের নাই। ধূমের এই যে সাধ্যের অভাবের অধিকরণ নিরূপিত সম্বন্ধের অভাব তাই বহ্নির ব্যাপ্তি। বিশ্বনাথ ব্যাপ্তির অপর একটি লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'অথবা হেতুমন্-নিষ্ঠ-বিরহ-অপ্রতিযোগিনা।

সাধ্যেন হেতোঃ ঐকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ উচ্চতে'।

অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে আছে যে বিরহ অর্থাৎ অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর যে একাধিকরণতা অর্থাৎ একই অধিকরণে বিদামানতা তাই ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তিনির্ণয় বা ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়

ন্যায়মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হল অনুমানের ভিত্তি। ব্যাপ্তিজ্ঞানকে সামান্য বা সার্বিক বচনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ‘সকল ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান’ - এই সামান্য বচনের জ্ঞান কিভাবে হয় এটিই ব্যাপ্তি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন। আবার এই সার্বিক বচনটি ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রকাশক বচন হলেও ‘সকল বহ্নিমান বস্তু হয় ধূমবান’ বা ‘সকল কাক হয় কালো’ - এই সার্বিক বচনগুলি কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রকাশক বচন নয়। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে ব্যভিচার থাকে। বহ্নিযুক্ত বস্তু ধূমবান নাও হতে পারে। কারণ উত্তপ্ত লৌহদণ্ডে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না। আবার অষ্ট্রেলিয়ান কাক সাদা হওয়ায় সকল কাক কালো হয় না।

যাইহোক চার্বাক বাদ দিয়ে বাকি সকল ভারতীয় দার্শনিক যাঁরাই অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন, তাঁরা সকলেই ব্যাপ্তিজ্ঞান একবাক্যে স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ তার্কিকগণ তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি নীতি বা কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাপ্তি নিশ্চয় করেন। বেদান্তীগণ দুটি বিষয়ের সহচার সম্বন্ধের অবাধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যাপ্তি নির্ণয়ের কথা বলেন। অর্থাৎ দুটি বিষয় যদি সর্বদা একই অধিকরণে থাকে এবং এর ব্যতিক্রম না থাকে, তবে ঐ দুটি বিষয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে বুঝতে হবে।(ব্যভিচার অদর্শনে সতি সহচার দর্শনম্ ব্যাপ্তিঃ)।

কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বৌদ্ধদের তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি নীতির দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয়ে বিশ্বাসী না হলেও বেদান্তীদের দুটি বিষয়ের সহচার সম্বন্ধের অবাধ অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপ্তি নির্ণয়ের সমর্থন করেন। তবে বেদান্তীগণ সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার না করলেও নৈয়ায়িকগণ সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয়ের কথা বলে থাকেন। ন্যায়সম্মত ব্যাপ্তি নির্ণয়ের(ব্যাপ্তিগ্রহের) উপায়গুলি নিম্নরূপে আলোচনা করা গেল।

অন্বয় ঃ দুটি বিষয়ের একত্র সর্বদা উপস্থিতি হল অন্বয়। দুটি বিষয়ের অন্বয় বা একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে আমরা স্থির করি ঐ দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। যেমন যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে। মহানস, গোষ্ঠ, চত্তর, যজ্ঞশালা প্রভৃতি স্থানে ধূম থাকে, আবার বহ্নিও থাকে। ঐ সকল স্থলে ধূম ও বহ্নির একত্র উপস্থিতি বা অন্বয় লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়।

ব্যতিরেক ঃ দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতিকে বলে ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেক লক্ষ্য করে দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি নির্ণয় করা যায়। যেখানে যেখানে বহ্নি নাই সেখানে সেখানে ধূম নাই। জলহ্রদ, জলাশয়, মহাহ্রদ, মহাসাগর প্রভৃতি স্থলে বহ্নিও নেই, আবার ধূমও নেই। ঐ সকল স্থানে বহ্নি ও ধূমের অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর একত্র অনুপস্থিতি বা ব্যতিরেক লক্ষ্য করে দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। আবার ন্যায়মতে অন্বয়-ব্যতিরেক বা যুগ্ম পদ্ধতির দ্বারাও ব্যাপ্তি নির্ণয় করা যেতে পারে।

ব্যভিচারাগ্রহ ঃ ব্যভিচার বলতে ব্যতিক্রম বা বিপরীত দৃষ্টান্ত। আর অগ্রহ মানে অদর্শন বা অজ্ঞান। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থটি দাঁড়ালো বিপরীত দৃষ্টান্তের অদর্শন বা অজ্ঞান থেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারে। যেমন ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ অব্যভিচারী সম্বন্ধ। এমন একটি ক্ষেত্র দেখানো যাবে না যেখানে ধূম আছে অথচ বহ্নি নাই। কিন্তু বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ ব্যভিচারী সম্বন্ধ। কারণ এর বিপরীত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অর্থাৎ হেতু বহ্নি আছে, অথচ সাধ্য ধূম নেই এরূপ ক্ষেত্র পাওয়া যাবে। যেমন উত্তপ্ত লৌহশলাকা। ওখানে বহ্নি থাকে কিন্তু ধূম থাকে না। তাই এই অব্যভিচারী সম্পর্কের জ্ঞান বা বিপরীত দৃষ্টান্তের অজ্ঞান থেকে যেমন (ধূম ও বহ্নির মধ্যে) ব্যাপ্তি সম্পর্কের জ্ঞান হবে, তেমনি আবার ব্যভিচার থাকার জন্য বহ্নি ও ধূমের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্কের জ্ঞান হবে না।

উপাধিনিরাস ঃ পূর্বোক্ত তিনটি স্তর বা পদ্ধতি অবলম্বিত হলেও বলা যাবে না ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা ব্যাপ্তিগ্রহ হয়েছে। কারণ ঐ সম্বন্ধ যদি উপাধি বা শর্তযুক্ত হয় তবে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে উপাধি বা শর্ত নিরসন করতে হবে। নৈয়ায়িকদের মতে অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা অভিজ্ঞতার দ্বারা (যাকে দর্শনের পরিভাষায় ভূয়োদর্শন বলে) এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। যদি ভূয়োদর্শনের দ্বারা দেখা যায় ধূম থাকলেই বহ্নি থাকে, বহ্নি না থাকলে ধূম থাকে না, তখন মনে করতেই পারি ধূমের সাথে বহ্নির যে সম্বন্ধ তা উপাধিহীন বা শর্তহীন সম্বন্ধ এবং এর দ্বারাও ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্কের জ্ঞান হবে।

সংশয়বাদীদের ব্যাপ্তি বিষয়ে সংশয় এতে করেও দূর নাও হতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন, এতদিন পর্যন্ত যত ধূম প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা সবই অগ্নি সম্পর্কিত। কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম নাও হতে পারে। এঁদের এই সংশয় নিরসনের জন্য নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তি নির্ণয়ের পঞ্চম পদ্ধতির কথা বলেন।

তর্ক ঃ নৈয়ায়িকগণ তর্কের দ্বারা দুটি বিষয়ের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ নির্ধারণ করেন। 'সকল ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান' - এই সার্বিক বচনটিকে নিম্নের তর্কের সাহায্যে প্রকারান্তরে প্রমাণ করেছেন। নৈয়ায়িকগণ বলেন, যদি উক্ত সার্বিক বচনটি সত্য না হয়, তবে এর বিরুদ্ধ বচন 'কোন কোন ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান' - বচনটি অবশ্যই সত্য হবে। এই বচনটি সত্য হলে বলতে হবে বহ্নি ছাড়াও ধূম থাকে।

কিন্তু এরূপ অনুমান সর্বস্বীকৃত কার্য-কারণ নীতির বিরোধী বলে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বহ্নি ছাড়া ধূম থাকে, তাহলে কারণ ছাড়া কার্য ঘটে বলতে হবে। কারণ বহ্নি ভিন্ন ধূমের আর অন্য কোন কারণ জানা যায় না। অবশ্য কেউ যদি তবুও বলেন যে, কারণ ছাড়াই কার্য হতে পারে, তবে ব্যবহারিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটার জন্য তিনি তার বক্তব্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। কারণ ছাড়াই যদি কার্য হয় তবে ধূমপানের জন্য কিম্বা রান্নার জন্য বহ্নির প্রয়োজন নাই। কিন্তু তা বলা সম্ভব নয়। তাই ন্যায়মতে এইভাবে তর্কের দ্বারাও প্রকারান্তরে ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে।

সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ ঃ ন্যায়মতে যদিও অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ ইত্যাদি পদ্ধতির দ্বারা ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তর্ক দ্বারা তা সমর্থিত হয়, তথাপি একমাত্র সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হতে পারে। নৈয়ায়িকগণ বলেন, আমরা যেমন বিশেষ বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তেমনি বিশেষ সামান্য ধর্মও প্রত্যক্ষ করি। তাঁরা বলেন, 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' বা 'সকল ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান' - এরূপ দুটি বিষয়ের নিয়ত সম্বন্ধ প্রকাশক বচন অবশ্যই মনুষ্যত্ব এই সামান্যের সঙ্গে মরণশীলতার প্রত্যক্ষ এবং তার মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে সকল মরণশীলতার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বা ধূমত্ব এই সামান্যের সঙ্গে বহ্নিত্বের প্রত্যক্ষ এবং তার মাধ্যমে সকল ধূমের সঙ্গে সকল বহ্নির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র আমরা যখন সকল মানুষের সঙ্গে সকল মরণশীলতার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি তখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'।

একইভাবে বলতে পারি ‘সকল ধূমবান বস্তু হয় বহ্নিমান’। সুতরাং দুটি বিষয়ের অব্যভিচারী নিয়ত নিরুপাধিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নিশ্চিতভাবে স্থাপন করতে হলে দুটি বিষয়ের সহচার সম্বন্ধের কয়েকটি প্রত্যক্ষ করলেই চলবে না, এই দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে দুটি বিষয়ের সামান্যও প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং তাদের ভিত্তিতে দুটি বিষয়ের সকল দৃষ্টান্তের সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ করতে হবে। আর এটি সম্ভব একমাত্র সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে। এইভাবে নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তি নির্ণয়ের কথা বলেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ